তপশিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৪১ (২) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে-

(ক) "আইন" অর্থ লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০২৩; এবং

(খ) "কর্তৃপক্ষ", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক", "কর্মচারী" এবং "রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট" অর্থ, যথাক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।

২। অনুষদ।- (১) কোনো অনুষদ উহার ডিন ও অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ডিন, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যানগণ;

(গ) অনুষদের অনধিক ১০ (দশ) জন অধ্যাপক, যাহারা উপাচার্য কর্তৃক আবর্তন পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত শিক্ষকগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের ৩ (তিন) জন শিক্ষক (সহকারী অধ্যাপকের নিম্নে নহে) জ্যেষ্ঠতা এবং আবর্তনের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুষদের প্রস্তাব বিবেচনাপূর্বক মনোনীত হইবেন:

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদভুক্ত কোনো বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক ৩ (তিন) জন শিক্ষক, যাহারা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন একজন শিক্ষাবিদ, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চাকরিতে নিয়োজিত নহেন।

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত কোনো সদস্য তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির জন্য নম্বর নির্ধারণ করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট ও অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলি অনুমোদনের জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহে শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(চ) অনুষদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করিবার লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব করা;

(ছ) বিভাগসমূহে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা;

(জ) অনুষদের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ঝ) অনুষদের কোনো বিভাগের দ্বন্দ্ব এবং আন্তঃবিভাগীয় দ্বন্দ্ব মীমাংসা করা; এবং

(ঞ) বহিঃপ্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পাঠক্রম কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট এতদ্‌সংক্রান্ত সুপারিশ করা।

৩। পাঠক্রম কমিটি।- (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে এবং উহা নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিভাগ হইতে ২ (দুই) জন সদস্য;

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাবক্রমে ডিন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বহিঃস্থ (External) বিশেষজ্ঞ শিক্ষক; এবং

(ঘ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের একজন হইবেন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এবং অপরজন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট পেশাদারি প্রতিষ্ঠানের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি হইবেন।

(২) পাঠক্রম কমিটি বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির আলোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সংবিধির বিধান দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট অনুষদের অধীন কোনো বিভাগে শিক্ষক না থাকিলে অনুষদের ডিন কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উক্ত বিষয়ের ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

(৪) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

৪। বিভাগ।- (১) বিভাগীয় চেয়ারম্যান ডিনের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) প্রত্যেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিভাগের অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে আবর্তনক্রমে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য উপাচার্য কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) যদি কোনো বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে উপাচার্য জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে একজনকে আবর্তনক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করিবেন; এবং

(খ) যদি কোনো বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক বা সহকারী অধ্যাপক না থাকেন, তাহা হইলে বিভাগের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইবে।

(৩) এই সংবিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদবি ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং ২ (দুই) ব্যক্তির পদবি ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকরিকালের দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং উপাচার্য কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনার সাপেক্ষে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাহার বিভাগে শিক্ষাদান, গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডিনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৬) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে অ্যাকাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) শিক্ষার্থী ভর্তি;

(খ) পাঠ্যসূচি;

(গ) পরীক্ষা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক কার্যাবলি।

(৭) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন ৩ (তিন) জন হইতে হইবে।

(৮) বিভাগীয় পরিকল্পনা কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নিকট প্রেরণ।

৫। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি।- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সিন্ডিকেটকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন এবং পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন;

(গ) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র যাচাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন; এবং

(ঘ) উপাচার্য ও সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

৬। সিলেকশন কমিটি।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশের জন্য নিম্নবর্ণিত সিলেকশন কমিটিসমূহ থাকিবে, যথা:-

(ক) প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের সিলেকশন কমিটি:

(১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) উপউপাচার্য;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(৫) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;

(৬) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ;

(৭) আচার্য কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশেষজ্ঞ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(৮) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(খ) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের সিলেকশন কমিটি:

(১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) উপউপাচার্য;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন;

(৫) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ;

(৬) আচার্য কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরিতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(৭) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(গ) দশম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারি নিয়োগের সিলেকশন কমিটি:

(১) উপাচার্য, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(২) উপউপাচার্য;

(৩) ট্রেজারার;

(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য; এবং

(৬) রেজিস্ট্রার, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঘ) ১১তম হইতে ২০তম গ্রেডের কর্মচারি নিয়োগের সিলেকশন কমিটি:

(১) ট্রেজারার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(২) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান;

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(৪) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য; এবং

(৫) রেজিস্ট্রার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সিলেকশন কমিটি প্রত্যেক ২ (দুই) বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নূতন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্ত কমিটি বলবৎ থাকিবে।

(৩) সিলেকশন কমিটির কোনো সুপারিশ বিতর্কিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উপাচার্য বিষয়ট প্রয়োজনে আচার্যের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)।- (১) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন কর্মচারী হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৮। পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা)।- (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক বা অন্যূন সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) উপাচার্যের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও শিক্ষাবহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

৯। প্রক্টর।- (১) উপাচার্যের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক কিংবা সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক ২ (দুই) বৎসরের জন্য একজন প্রক্টর এবং, প্রয়োজনে, সহযোগী অধ্যাপক কিংবা সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম যাহাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেই জন্য উপাচার্য, প্রয়োজনে, কমিশনের অনুমোদনক্রমে, এক বা একাধিক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ-

(ক) শিক্ষার্থীদের উন্নত নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ হইবার লক্ষ্যে শিক্ষকগণ নিজেদেরকে পেশাগত দায়িত্বপালন এবং সার্বিক জীবনাচরণে নীতি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন;

(খ) বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, আলোচনা, সেমিনার, হাতে কলমে প্রদর্শন ও কর্মশিবিরের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উন্নতর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষাদান করিবেন;

(গ) গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিবেন;

(ঘ) শিক্ষার্থীগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করিবেন, তাহাদিগকে নির্দেশনা দিবেন এবং তাহাদের কার্যক্রম তদারকি করিবেন;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার অনুষদ ও অন্যান্য সহশিক্ষাক্রমিক সংস্থার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নে, পরীক্ষা নির্ধারণে ও পরিচালনায়, পরীক্ষার উত্তরপত্র ও গবেষণামূলক প্রবন্ধের মূল্যায়নে এবং গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, অন্যান্য শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সংগঠনে কর্তৃপক্ষসমূহকে সহায়তা করিবেন;

(চ) উপাচার্যের অনুমোদন সাপেক্ষে, পরামর্শক হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ কাজের জন্য প্রাপ্ত পারিতোষিকের এক-পঞ্চমাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ছ) সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং উপাচার্য ডিন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন; এবং

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে খণ্ডকালীন বা পূর্ণকালীন অন্য কোনো কাজ বা চাকরি করিতে পারিবেন না।

১১। হলের পরিচালনা ও নামকরণ।- (১) হল পরিচালনার জন্য উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে প্রভোস্ট নিয়োগ করিবেন।

(২) সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহের নামকরণ করিবে।

১২। সম্মানসূচক ডিগ্রি।- কোনো ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের কোনো প্রস্তাব অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটিতে সমর্থন প্রদান করিলে, উহা আচার্যের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং আচার্য কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হওয়া সাপেক্ষে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করা যাইবে।

১৩। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট।- (১) গ্র্যাজুয়েট হইবার পর অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ও বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাহার নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকারী হইবেন।

(২) উপঅনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী আবেদনকারী গ্র্যাজুয়েটকে রেজিস্ট্রেশন ফি ও বার্ষিক ফি প্রদানের তারিখ হইতে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে এবং উপঅনুচ্ছেদ (৫) এর বিধান অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টার হইতে তাহার নাম বাদ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি অব্যাহতভাবে এইরূপ রেজিস্টার্ড থাকিবেন।

(৩) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে নিবন্ধনকৃত কোনো ব্যক্তি এককালীন নির্ধারত ফি প্রদান করিয়া আজীবন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট সদস্য তাহার নাম রেজিস্ট্রেশনের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে ১৫ (পনেরো) বৎসর বার্ষিক ফি প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোনো ফি প্রদান না করিয়াই রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) বকেয়া ফি পরিশোধ না করিবার কারণে কাহারও নাম রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইলে, তিনি এককালীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ করিয়া আজীবন সদস্যরূপে রেজিস্টার্ড হইতে পারিবেন।

(৪) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট তাহার প্রদেয় বার্ষিক ফি শিক্ষা বৎসরের যে কোনো সময়ে প্রদান করিতে পারিবেন, তবে সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তিনি কোনো শিক্ষা বৎসরের বকেয়া ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টারভুক্ত গ্র্যাজুয়েটের অধিকার প্রয়োগ বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবেন না এবং তাহার নাম উক্ত তালিকা হইতে কর্তন করা হইবে।

(৫) কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কোনো শিক্ষা বৎসরে প্রদেয় বার্ষিক ফি প্রদানে ব্যর্থ হইলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের তালিকা হইতে তাহার নাম কর্তন করা হইবে।

(৬) উপঅনুচ্ছেদ (৫) অনুযায়ী কোনো রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটের নাম কর্তন করা হইলে, তিনি পরবর্তী শিক্ষা বৎসরে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনরায় তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি পুনঃতালিকাভুক্তির বৎসর পর্যন্ত সকল বকেয়া ফি পরিশোধ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে, সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হিসাবে পুনঃতালিকাভুক্ত বা পুনঃভর্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফি প্রদান করা না হইলে, পুনঃতালিকাভুক্তি বা পুনঃভর্তির কোনো আবেদন গ্রহণ করা হইবে না।

(৭) গ্র্যাজুয়েটদের নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথা:-

(ক) উপাচার্য, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য; এবং

(গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য।

(৮) উপঅনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির কার্যপদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরিকৃত হইবে।

(৯) নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপঅনুচ্ছেদ (৭) এর অধীন গঠিত কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(১০) রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন।

১৪। অন্যান্য কর্মচারীগণের কর্তব্য।- অন্যান্য কর্মচারীগণ সংবিধির বিধান দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও আচার্য কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫। অবসর।- (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মচারী ৬০ (ষাট) বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

(৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত, এতদ্‌সংক্রান্ত আদেশ প্রাধান্য পাইবে।

১৬। সভার কোরাম।- কর্তৃপক্ষ, কমিটি বা সংস্থার সভার কোরাম অন্য কোনোভাবে নির্ধারণ করা না হইয়া থাকিলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, কমিটি বা সংস্থার সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

১৭। শিক্ষাক্রম।- অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এই আইন ও সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

১৮। বিশেষ আর্থিক সহায়তা।- কোনো কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে যদি তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, অথবা তাহার মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রে তিনি যত বৎসর চাকরি করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসর কিংবা উহার অংশ বিশেষের জন্য ৩ (তিন) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ, তাহার মাসিক সর্বশেষ আহরিত মূল বেতনের হার অনুযায়ী, তিনি অথবা তাহার পরিবার এককালীন বিশেষ আর্থিক সহায়তা হিসাবে প্রাপ্য হইবে।

১৯। অবসরভাতা।- কোনো কর্মচারী অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকরি করিবার পর অবসর গ্রহণ বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাহার চাকরির অবসান ঘটিলে, অনুরূপ ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, অবসরভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাহাকে বা তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার পরিবারকে অবসরভাতা প্রদান করা হইবে।

২০। সাধারণ ভবিষ্য তহবিল।- (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার কর্মচারীদের জন্য নিজ অর্থে একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং কর্মচারীগণ নিজ অর্থে উপঅনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধি, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২১। সংবিধির ব্যাখ্যা।- এই সংবিধির কোনো বিধানের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা আচার্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিষয়ে আচার্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।